বিশ্বদরবারে কোচবিহারের ঐতিহ্য তুলে ধরতে ইংরেজিতে বই প্রকাশের পক্ষে জেলাশাসক

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

১২ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের রাজ আমল ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপরে তথ্যসমৃদ্ধ ইরেজি ভাষায় বই প্রকাশের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা। তিনি বলেন, কোচবিহারের রাজ আমল ও এখানকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে বহু লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের বেশিরভাগই বাংলা ভাষায়। ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে বইয়ের অভাবে বিশেষ করে ভিনরাজ্য ও বিদেশের পর্যটকরা কোচবিহারের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির বিষয়ে অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছেন।

জেলাশাসক এই প্রতিবেদককে বলেন, অতি সম্প্রতি রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যসচিব সালাউদ্দিন কোচবিহারে এসেছিলেন। কোচবিহারে এসে তিনি খুশি। কিন্তু তিনি কোচবিহারের ইতিহাস, রাজ আমল, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনো বই পাননি। তিনি বাংলা ভাষায় লেখা বই পড়ে সবকিছু বুঝতে পারেননি। ইংরেজি ভাষায় বই পাওয়া গেলে তিনিও কোচবিহারের অনেক তথ্য জানতে পারতেন। কিন্তু তা হল না। জেলাশাসক বলেন, কোচবিহারের ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি তথা কোচবিহারের ইতিহাসকে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের গণ্ডির মধ্যে না রেখে তা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর দেশ-বিদেশের বইপড়ুয়া, ভ্রমণপিপাসু তথা গবেষকদের কাছে তা তুলে ধরতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এজন্য গবেষক, সাহিত্যিক তথা প্রকাশকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভাষাগত কারণে একটি ঐতিহ্যবাহী জেলার ইতিহাস দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে অধরাই থেকে যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে এখানকার লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যসংস্কৃতির ইতিহাস। কোচবিহার জেলার প্রাচীন দেবালয়গুলির কথাও মানুষ জানতে চান। রাজ আমলের বহু নিদর্শনজেলাজুড়ে রয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর তথ্যভিত্তিক ইংরেজি বই প্রকাশিত হলে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে গৌরবময় কোচবিহারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। কোচবিহারের গবেষক তথা প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি কোচবিহারের জেলাশাসকের মতকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে কেউ কোনোদিন বলেননি কোচবিহারের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে ইংরেজিতে বই প্রকাশের কথা। জেলাশাসক ঠিক কথা বলেছেন। তাঁর ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হতাশ হয়েছেন কোচবিহার সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় কোনো বই না পেয়ে। দেশ-বিদেশের বইপ্রেমী পর্যটকরাও কোচবিহার সম্পর্কে তথ্য জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জেলাশাসক সঠিকভাবেই বলেছেন, কোচবিহারকে একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য ইংরেজি ভাষায় বই রচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কোচবিহারের ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি তথা কোচবিহারের ইতিহাসকে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের গণ্ডির মধ্যে না রেখে তা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর দেশ-বিদেশের বইপড়ুয়া, ভ্রমণপিপাসু তথা গবেষকদের কাছে তা তুলে ধরতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

—কৌশিক সাহা, জেলাশাসক

চ্যাংরাবান্ধায় বিবেকানন্দ জয়ন্তী

কোচবিহার ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ চ্যাংরাবান্ধায় এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার শুরু হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অফিসের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠের নিমাই মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও বিরূপাক্ষ মিত্র, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব সপ্তর্ষি নাগ, লোকসংস্কৃতির গবেষক শচীমোহন বর্মন, সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত সরকার এবং চা শিল্পপতি রজত কার্জি। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সমাজজীবনে নানান সেবামূলক কাজের জন্য চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তারা উদ্যোগপতিদেরকেও সংবর্ধনা দিয়ে এক নতুন দিশা দেখালেন। আমরা চাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্যোগপতিরা আরও এগিয়ে আসুন।

স্থাপিত হবে আটজন মনীষীর মূর্তি

পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে উন্মোচিত হল স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ শুধু বইয়ের পাতায় নয় বা তাঁদের নামে নামকরণ করে দায়সারা নয়, এবার আটজন মনীষীর মূর্তিস্থাপন করা হবে। নতুন প্রজন্মকে মনীষীদের পরিচয় দিতে ও কিছুটা নীতিশিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণচন্দ্র পাল এই উদ্যোগ নিলেন। শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা হল। বলাকা মাঠ লাগোয়া স্বামী বিবেকানন্দ স্ট্রিটে ওই মূর্তির উন্মোচন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'এমন সিদ্ধান্ত অনুকরণযোগ্য। শহরের বাকি কাউন্সিলারদেরও এমন উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করব।'

শহরের সূর্যনগর এলাকায় প্রতিটি মোড়ে এবার মনীষীদের মূর্তি বসতে চলেছে। মনীষীদের এই তালিকায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রয়েছেন। ওয়ার্ড কমিটি আটটি মূর্তিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই ওয়ার্ডে স্বামীজির মূর্তির উন্মোচন করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে বলেন, 'মনীষীদের আত্মত্যাগ, বাণী ছেলেমেয়েদের নীতিশিক্ষা দেবে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করছি, শহরের বাকি কাউন্সিলাররাও নিজেদের ওয়ার্ডকে এভাবে সাজিয়ে তুলবেন।' তিনি ছাড়াও ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বপন দাস, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানিক দে সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে এই পথে হাঁটবেন বলে জানান। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণচন্দ্র পাল নিজের কাউন্সিলার ভাতার টাকায় এই মূর্তিস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণবাবু বলেন, 'অপরাধপ্রবণতা নিয়ে আমরা অনেক সময়ই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দায়ী করে থাকি। কিন্তু আমরা তাদের কী দিতে পেরেছি, এই প্রশ্নটা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবাচ্ছিল। তাই সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' মনীষীদের জন্মদিনকেই তাঁদের মূর্তিস্থাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সে পথের সূচনা হল।

সাড়ম্বরে পালিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী

শিলিগুড়িতে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাইক র‍্যালির সূচনা করছেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। ছবি ঃ তপন দাস

দার্জিলিং ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ গোটা দেশের সঙ্গে দার্জিলিং জেলাতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হল। শুক্রবার শিলিগুড়ি শহরে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও স্বামীজি ক্লাবের উদ্যোগে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা শেষে স্বামীজি মোড় সংলগ্ন এলাকায় স্বামীজির প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা পরানো হয়। পদযাত্রায় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব অংশ নেন। সন্ধ্যার দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বিজেপির চার নম্বর মণ্ডল কমিটি সুভাষপল্লি থেকে উত্তর ভারতনগরে তরুণতীর্থ মাঠ পর্যন্ত শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। থ্যালাসেমিয়া ও বিকলাঙ্গ সেবা সংস্থার পক্ষ থেকেও এদিন বিকলাঙ্গ, দৃষ্টিহীন এবং দুস্থদের নিয়ে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। চম্পাসারি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এদিন পাঁচশো দুস্থকে কম্বল বিলি করা হয়। কুন্তল রায় এবং ধীমান বসুর নেতৃত্বে তৃণমুল যুব কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা দুস্থদের মিলিয়ে মোট বারোশোটি কম্বল বিতরণ করে।

এদিন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মূল অনুষ্ঠানটি বাগডোগরার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে হয়। আপার বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়, বাগডোগরা বিবেকানন্দ স্কুল ও আঠারোখাই রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের তরফে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। নকশালবাড়ি ছাত্র যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় বিবেক চেতনা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নকশালবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ফাঁসিদেওয়া-১ ব্লক যুব কংগ্রেসের তরফে ফাঁসিদেওয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। কিশনগঞ্জ ও ঠাকুরগঞ্জে আরএসএসের তরফে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। স্থানীয় ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমে বিশেষ পুজো ও যাগ্‌যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে প্রভাতফেরি বের করা হয়।

হলদিবাড়িতে শুরু নাট্যোৎসব

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে হলদিবাড়ির রাজপথে শুক্রবার আলপনা দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সংস্থা সৃজনী স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। উদ্‌বোধনীর দিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বলাকা নাট্যগোষ্ঠী 'ফোর আওয়ার্স' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। উৎসব চলবে ১৫ তারিখ পর্যন্ত।

সৃজনীর কর্ণধার পূরবী রায়প্রধান জানান, এদিন ৩০ জন শিল্পী প্রায় ৭৫ মিটার দীর্ঘ রাস্তায় আলপনা দেন। এটি অভিনব উদ্যোগ। রবীন্দ্রভবনের সামনের রাস্তায় আলপনা দেওয়া দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। জানা গিয়েছে, ১৩ জানুয়ারি বালুরঘাটের নাট্যকর্মীরা মঞ্চস্থ করবেন 'আজির আজও' নাটকটি। একই দিনে অশোক নগরের নাট্যমুখের নাটক 'সময় যান' পরিবেশিত হবে। ১৪ জানুয়ারি ব্যান্ডেলের আরোহী মঞ্চস্থ করবে 'ও মাই গড' ও 'হলুদ রঙের টি শার্ট' নাটক দুটি। এছাড়া উৎসবের শেষদিন ১৫ তারিখে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তির আসর।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে বনভোজন

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে জলপাইগুড়ি শহরের ষাটজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আমরা কজন'। শুক্রবার বোদাগঞ্জে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে জলপাইগুড়ির তিয়াত্তর মোড় এলাকায় জড়ো হন সরকারপাড়া, নাওয়াপাড়া, খড়িয়া, অরবিন্দ এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। এরপর তাঁদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় বোদাগঞ্জে। ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে গদাধর ব্রজবাসী, বাসনা পাল ও জল্পেশ পাল জানান, 'পরিবারের অনেক সমস্যার জন্য কোনোদিন বনভোজনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই সংগঠনের সাহায্যে শেষ বয়সে এসে সেই সুযোগ পেলাম। এর চেয়ে আনন্দের কিছু নেই।' সংগঠনের তরফে কনক সাহা জানান, 'অনেকেই কোনোদিন বনভোজনে যেতে পারেন না। তাঁদের সেই ইচ্ছাপূরণ করতে পেরে আমরা খুশি ও গর্বিত।'

হকার্স কর্নারে জমির হাতবদল নিয়ে সরব অশোক

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ হকার্স কর্নারে জমি দখল করে বিক্রির ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'শহরে শাসকদলের মদতপুষ্ট একটি জমির দালালচক্র গজিয়ে উঠেছে। যারা নিয়মিত সরকারি জমি, ফাঁকা দোকানঘর দখল করে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করছে। অথচ আমি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই বাজারই রেলের কাছে থেকে লিজ নিয়ে স্থায়ী বাজার তৈরি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসই বাধা দিয়েছিল। আজ মহাবীরস্থানই হোক বা হকার্স কর্নার, নিবেদিতা মার্কেট সর্বত্রই জমির দালালদের দৌরাত্ম্য চলছে। জমির দখল নিয়ে বিবাদের জেরে কিছুদিন আগে একটি খুনের ঘটনাও ঘটেছে। দ্রুত এই জমি বিক্রির চক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

প্রসঙ্গত, হকার্স কর্নারের সি ব্লকে একটি দোকানঘর বেশ কিছুদিন ধরেই ফাঁকা পড়ে ছিল। গত বছরের নভেম্বর মাসে হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দিলীপ দাস একটি বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে ২২৫ নম্বর ওই দোকানের দাবিদারকে বৈধ নথিপত্র নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে সমিতির অফিসে হাজির হতে বলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কোনো দাবিদার না আসায় দোকানটি প্রায় ১৯ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে, ওই দোকান বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সমিতির সম্পাদক দিলীপবাবু। তিনি বলেন, দোকানঘরটি ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। সেটি বিক্রি হয়নি। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সূত্রে খবর, বাপি পাল নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে ওই দোকানঘরটি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, মহাবীরস্থান থেকে শুরু করে হকার্স কর্নার, নিবেদিতা মার্কেট সর্বত্রই দিনের পর দিন যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকায় জমি বিক্রি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশাসন কেন চুপচাপ বসে রয়েছে। রেল জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে হকার্স কর্নারে রেলের জমি হাতবদলের খবর প্রকাশিত হতেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গিয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের ভয়ে তাঁরা নাম প্রকাশ না করলেও জানিয়েছেন, শুধু সি ব্লকের ২২৫ নম্বর দোকানঘরটিই নয়, এই বাজারের পাশাপাশি মহাবীরস্থানেও প্রায় প্রতি মাসেই দু-তিনটি করে দোকান, ফাঁকা জায়গা, এমনকি নর্দমার উপরের জায়গাও লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোক এই লক্ষ লক্ষ টাকার লুটপাট করছে। অথচ সবকিছু দেখেশুনেও প্রশাসন পুরোপুরি নির্বিকার রয়েছে। অশোকবাবু বলেন, 'প্রশাসন যদি চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে তো জমির দালালরা এভাবে দিনের পর দিন শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা বিক্রি করেই যাবে।'

চা শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনা টিবিআইটিএর সভায়

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার মাটিগাড়ার একটি ক্লাবে টেরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সভায় চা শিল্পের নানা সমস্যা ও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। পর্যটনমন্ত্রী ছাড়াও আইটিএর ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিওনাল কমিটির চেয়ারপার্সন নয়নতারা পালচৌধুরি, আইটিএর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা, টিবিআইটিএর সেক্রেটারি সঞ্জয় বাগচি, টিবিআইটিএর ভাইস চেয়ারম্যান ডিসি রায় সহ অন্যরা সেখানে বক্তব্য রাখেন। এদিনের সভায় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে চা শিল্প নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে। রাজ্য সরকার এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত। চা শিল্পের সমস্যা দূর করতে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। টি অ্যাডভাইসরি কমিটিও গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন। শ্রমিক আবাসগুলির পরিকাঠামো, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার দিকে রাজ্য সরকার নজর দিয়েছে। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়েও আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে তাঁদের মজুরি ১৭ টাকা ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি আশাবাদী।' নয়নতারা পালচৌধুরি বলেন, 'বর্তমানে চা শিল্প এক অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। পাহাড়ে লাগাতার বন্‌ধ চা শিল্পের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। বন্‌ধের ফলে এই শিল্পে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদন কমে গিয়েছে।' এই ক্ষতি সামলে ওঠার জন্য তিনি বেশকিছু প্রস্তাবও দেন। এদিনের সভায় টিবিআইটিএর বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মনোজ ত্যাগী। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব সুমিত ঘোষ, ভোজনারায়ণ চা বাগানের ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ সাহা সহ অন্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে শিবির

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শুক্রবার বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে রানিডাঙ্গায় একটি স্কুলে ট্রাফিক সচেতনতা শিবির করা হয়। রাজ্য সরকারের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর বার্তা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যানবাহন চালানো নিয়ে সচেতন করা হয়। শিবিরে বক্তব্য রাখেন বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ইনস্পেকটর মিনটেক বরাইলি, ওসি (ট্রাফিক) স্বপন বসু বিশ্বাস, প্রদীপ ভৌমিক প্রমুখ।

—সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পথনাটিকার মাধ্যমে সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার এক পথনাটিকার মধ্য দিয়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করল হিন্দি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালালে কীভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, সেই বিষয়ের ওপর পথনাটিকার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়। এছাড়াও গ্রিন সিগন্যাল, রেড সিগন্যাল ও জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবহার নিয়েও এদিন সচেতন করা হয়।

মশাল মিছিল

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ সিপিআইএমের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৫-১৬ জানুয়ারি। এই সম্মেলন সফল করতে শুক্রবার বাগডোগরায় দলের পক্ষ থেকে মশাল মিছিল করা হয়। সন্ধ্যায় আপার বাগডোগরা দলীয় কার্যালয় থেকে মশাল হাতে দলীয় কর্মীরা মিছিল করেন। সম্মেলন সফল করার পাশাপাশি তৃণমূলের দুর্নীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিলকারীরা সরব হন।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুক্রবার একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার প্রধান মহম্মদ হানিফ জানান, এদিনের শিবিরে বিনা শুল্কে ৮৩ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ছানি ও অন্যান্য সমস্যাজনিত ১৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ

মানিকগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃক্ষরোপণ ও দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'প্রগতি'-র পথচলা শুরু হল। নতুন সংস্থাটির সম্পাদক তেজেন্দ্রনাথ রায় ও সভাপতি সুরঞ্জন মণ্ডল জানান, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করেন তাঁরা। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল বিতরণ করেন জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি বিধানচন্দ্র রায়, মানিকগঞ্জ বিওপি কোম্পানির কমান্ডার মুকেশ কুমার, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব রায় প্রমুখ। এরপর সংস্থার দপ্তরের মাঠে চারাগাছ রোপণ করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবির

লাটাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, বস্ত্রদান এবং দুস্থদের খাওয়াল লাটাগুড়ি যুবমঞ্চ। শুক্রবার মঞ্চের তরফে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৭০ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন মাল সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের চিকিৎসক বিশ্বনাথ টুডু। পাশাপাশি এদিন এলাকার ৫০ জন দুস্থকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

চোলাই ঠেক ভাঙল আবগারি দপ্তর

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের চা বাগান অধ্যুষিত বেশ কয়েকটি এলাকায় অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে চোলাই মদের ঠেক ভাঙল আবগারি দপ্তর। আবগারি সদর ব্লকের ওসি দেবীপ্রসাদ দাসের নেতৃত্বে এদিন সন্ধ্যায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

দেবীপ্রসাদবাবু জানিয়েছেন, এই এলাকাগুলি থেকে তাঁরা তৈরি করা ২০০ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দিয়েছেন। এছাড়াও চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত প্রায় ৮০০ লিটার বিষাক্ত তরল উদ্ধার করে নষ্ট করা হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা ময়নাগুড়ি কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটির পরিচালন কমিটির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন। নির্বাচনে মোট আসন ৯টি আসনের জন্য, মনোনয়নপত্র তোলা, জমা দেওয়া ও প্রত্যাহারে বৃহস্পতি ও শুক্রবারকে ধার্য করা হয়েছিল। নির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদেরই মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায় বলেন, বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা সবকয়টি আসনেই জয়ী হন। শীঘ্রই নতুন কমিটি গঠন করা হবে।'

বিধায়কের দান করা জমিতে দ্বারোদ্‌ঘাটন হল শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টেকাটুলি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। ভবনটি তৈরির জন্য ৫ কাঠা জমি বিধায়ক নিজে দান করেছেন।

এতদিন এলাকারই জনৈক বাসিন্দার বাড়ির বারান্দায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পঠনপাঠন চলত। রোদ এবং বৃষ্টিতে সমস্যায় পড়তে হত পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের। বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'জায়গার সমস্যায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়। পাশে আমার নিজস্ব জমি ছিল। পরে আমি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৫ কাঠা জমি দান করেছি। শুক্রবার সেই নতুন ঘরটিরই দ্বারোদ্‌ঘাটন করলাম এলাকার মানুষজনকে নিয়ে। পানীয় জলের জন্য একটি রিজার্ভার এবং একটি অফিসঘর নির্মাণের জন্য আমার উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করব। প্রকল্প তৈরি করতে বলেছি।'

খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী সরকার বলেন, এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হল । ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সুভাষ বসু বলেন, জমি না পেলে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে হত।

শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সামনে অনন্তদেব অধিকারী। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

গজলডোবায় আয় বাড়াতে উদ্যোগ

রাজগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ গজলডোবায় পর্যটকদের নৌকাবিহার করানো এবং পাখি চেনাবেন এলাকার বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। তাঁরা একরকম গাইড হিসেবে কাজ করবেন। এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ। শুক্রবার বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিযায়ী পাখি, তিস্তা ব্যারেজ এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ও জঙ্গলের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জন্য গজলডোবা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। এলাকার বাসিন্দারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় বুক বেঁধেছেন। এলাকার বাসিন্দা প্রহ্লাদ সরকার, রবি মালো, অনিল সন্ন্যাসী প্রমুখ বলেন, গজলডোবা এলাকার তিস্তার চরে কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে। মূলত তিস্তার চরে সবজি চাষ ও তিস্তা নদী থেকে মাছ শিকার করা তাদের পেশা। গজলডোবা একটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হওয়ায় প্রতিদিন বহিরাগত অনেক পর্যটক আসেন। ফলে গজলডোবায় বেশকিছু দোকানপাট, হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকান গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাখিদের সঙ্গে পরিচয় করানো এবং নৌকাবিহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া দুই বছর থেকে গজলডোবায় পিকনিক বন্ধ করে দেওয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। এতে ওই ব্যবসায়ীদের উপার্জনে ভাটা পড়েছে। তাই পর্যটকদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের জন্য একজোট হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা মিলনপল্লি যৌথ বন পরিচালন কমিটি। এখন থেকে তাঁরাই পর্যটকদের পাখি চেনানো এবং নৌকাবিহার করাবেন। বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসের পক্ষ থেকে তাঁদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, ওই বন সুরক্ষা কমিটিতে শতাধিক সদস্য রয়েছেন। বন ও বন্যপ্রাণী দেখভালের পাশাপাশি পর্যটকদের পাখি চিনিয়ে এবং নৌকাবিহার করিয়ে যাতে কিছু উপার্জন করতে পারেন সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকার মানুষের প্রায় ৩০টি নৌকা বোটিংয়ের জন্য ব্যবহার হবে। লাইফ জ্যাকেট সহ প্রয়োজনীয় সাহায্য বেলাকোবা রেঞ্জ অফিস থেকে করা হবে।

পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্রান্তি ফাঁড়িকে থানা করার প্রস্তাব

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব পাঠানো হল রাজ্য সরকারকে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি এই খবর জানিয়ে বলেন, 'মূলত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই আমরা এই প্রস্তাব পাঠিয়েছি।'

পুলিশ সুপার বলেন, লাটাগুড়িতে সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িও সঠিকভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবু ক্রান্তি থানা হলে সেক্ষেত্রে আরও বাড়তি সুবিধা মিলবে। কারণ মালবাজার থেকে লাটাগুড়ির দূরত্ব অনেকটাই। মোট দশটি অঞ্চল নিয়ে মাল থানা, পাঁচটি অঞ্চলকে নিয়ে ক্রান্তি থানা করতে পারলে প্রশাসনিক সুবিধা মিলবে। মৌলানি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি নিয়ে ক্রান্তি থানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাকি পাঁচটি নিয়ে মাল থানা থাকছে। পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'আমরা ক্রান্তিতে এক একর জমি পেয়েছি। প্রক্রিয়া চলছে।'

এছাড়াও শুক্রবার দুপুরে ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে জলপাইগুড়ি জেলার হাইওয়ে ২ নম্বর ট্রাফিক অফিসের উদ্‌বোধন করলেন জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। মালবাজার, ধূপগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে টেকাটুলিতে এই অফিস উদ্‌বোধন হল।

পুলিশ সুপার বলেন, জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের পাশে এই হাইওয়ে ট্রাফিক অফিসগুলি করা হয় যাত্রীসাধারণ এবং পরিবহণকর্মীদের পরিসেবা দেওয়ার জন্য। যেকোনো সমস্যা হলে তাঁরা আমাদের রিপোর্ট করবেন। এসপি বলেন, পরবর্তীতে আমরা যাতে পরিসেবা আরও বাড়াতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

স্বাস্থ্য পরিসেবায় জোর দেবে কেন্দ্র, জানালেন মন্ত্রী

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজার ব্লকের বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎপ্রসাদ নাড্ডা। শুক্রবার সকাল দশটা থেকে ময়নাগুড়ির মাড়োয়ারি গেস্ট হাউসে তিনটি ব্লকের নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনটি পৃথক বৈঠক করেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করা ও সেগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা, মন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের তা দেখার নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে প্রতিটি এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় সম্মেলন করা ও সকল মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিসেবায় জোর দেবে। সকলে যাতে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিসেবা পান, তার ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পান, সেদিকে দলের নেতা-কর্মীদের নজর রাখতে বলা হয়েছে।' এখানে বৈঠক সেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুপুর একটা নাগাদ বেরিয়ে যান।

আলাদা কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ল নাবার্ড

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ কৃষকরা নিজেরাই যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারেন সেজন্য আলাদা কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ল ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)। জলপাইগুড়ি জেলার জন্য গৃহীত এই উদ্যোগটি শুক্রবার ময়নাগুড়ির ভাঙ্গামালি গ্রামের কৃষকদের নিয়ে শুরু হয়। নাবার্ড জানিয়েছে, এখন থেকে ওই সংস্থাই কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। নাবার্ডের জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার গণেশ বিশ্বাস বলেন, 'ধাপে ধাপে জেলার অন্যান্য কৃষি এলাকাগুলিতেও এ ধরনের সংস্থা গড়ে তোলা হবে।'